৩৫২
(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

আলমোড়া
১০ই জুলাই, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ এখান হইতে উদ্দেশ্যের যে proof (প্রুফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী)-টুকু -- যেটুকু আমাদের meeting hall-এ (সভায়) মশায়রা পড়িয়াছিলেন -- ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নহিলে লোক হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্য[১] হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্যের দ্বারাই জয় হইবে -- মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য কার্য -- জীবন জীবন -- মতে-ফতে এসে যায় কি? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলা মূলো -- এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত -- আবালবৃদ্ধবনিতা, আচন্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative (নিষেধাত্মক) ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘন্টা ধ্যান কর, আট ঘন্টা ঘন্টা বাজাও -- 'মধু, তা কার কি?' ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল -- এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান' লোককে আর বুঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম -- কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ঐ রকম যদি দশটা district (জেলায়) পারতে, তাহলে দশটাই কেনা হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন ঐ কর্মবিভাগটার উপরই খুব ঝোঁক, আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলো ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও -- আলখ জাগিয়ে টাকা-পয়সা, ছেঁড়া কাপড়, চালডাল, যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সেগুলো ডিস্ট্রীবিউট (বিতরণ) করবে। ঐ কাজ, ঐ কাজ। তারপর লোকের বিশ্বাস হবে, তারপর যা বলবে শুনবে।

কলিকাতায় মিটিং-এর খরচ-খরচা বাদে যা বাঁচে, ঐ famine-এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতা ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরিব আছে, তাদের সাহায্য কর -- হল্ ফল্ -- ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা করবার তা করবেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।

মেটিরিয়াল (মালমশলা) যোগাড় করছ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start (আরম্ভ) করব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়; লেকচার, বই, ফিলসফি -- সব তার নিচে। শশীকে ঐ রকম একটা কর্মবিভাগ গরিবদের সাহায্যের জন্য করতে লিখবে। আর ঠাকুরপূজো-ফুজোতে যেন টাকাকড়ি বেশী ব্যায় না করে। ... তুমি মঠে ঠাকুরপূজোর খরচ দু-এক টাকা মাসে করে ফেলবে! ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। ... শুধু জল-তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে -- তাহলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল -- কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ

[১] স্বামী অখন্ডানন্দের উদ্যমে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য।